মা দ ক দ্র ব্য নি য় ন্ত্র ণ অ ধি দ প্ত র

মাসিক বুলেটিন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন | সংখ্যাঃ ২৬ | বর্ষঃ তৃতীয় | ফেব্রুয়ারি ২০০৭

কুষ্টিয়ায় বিপুল পরিমান গাঁজা গাছ উদ্ধার

মাদকদ্রব্য নিযন্ত্রণ অধিদপ্তরের কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চলের সহকারী পরিচালকের নেতৃত্বে কুষ্টিয়া সদর সার্কেলের একটি বিশেষ টিম গত ১৫ জানুয়ারি ২০০৭ তারিখে পুলিশের সহায়তায় কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা ও দৌলতপুর থানাধীন বিভিন্ন এলাকা থেকে বিপুল পরিমান গাঁজা গাছ উদ্ধার করে। ঘটনার দিন সকাল দশটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত ব্যাপক অভিযান পরিচালনা করে ৬৭১ (ছয়শত একাত্তর) টি বিশাল আকৃতির গাঁজা গাছ উদ্ধার করে। অবৈধভাবে গাঁজা চাষ ও ব্যবসার অপরাধে সংশ্লিষ্ট থানায় ১০ (দশ) ব্যক্তির নামে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০ এর আওতায় ১০ (দশ) টি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়। আসামীরা দীর্ঘদিন যাবৎ অবৈধ গাঁজার চাষ ও ব্যবসা করে আসছে বলে জানা যায়। মামলাগুলি তদন্তাধীন রয়েছে।

কুষ্টিয়া থেকে উদ্ধারকৃত ট্রাকভর্তি গাঁজা

নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও মাদকবিরোধী প্রচারাভিযান

মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও মাদকের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ মাদকবিরোধী প্রচারাভিযানের উপর গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা মাঠ পর্যায়ে নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ জানুয়ারি/০৭ মাসে মোট ৩৮৩ টি নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের আয়োজন করে। তবে গণসচেতনতামূলক কার্যক্রমের মধ্যে শিক্ষাঙ্গন কর্মসূচী ও প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনী সবচাইতে বেশী কার্যকরী ভূমিকা পালন করলেও জানুয়ারি/০৭ মাসে কোন উপ-অঞ্চলই এদুটি কর্মসূচী গ্রহণ করেনি। গণসচেতনতামূলক কার্যক্রমকে কার্যকরী করার জন্য এ বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে প্রতিপালন করা প্রয়োজন। জানুয়ারি/০৭ মাসের নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের একটি বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১. মাইকিং কর্মসূচী- ৫ টি।

২. মাদকবিরোধী আলোচনা সভা- ৩২৬টি।

৩. অভিযানকালে গণসচেতনতা কার্যক্রম- ৪৭

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন রিপোর্ট

জানুয়ারি/০৭ মাসে সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহে ৫০৫ জন মাদকাসক্তের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে অন্তঃ বিভাগে ১৯২ জন এবং বহিঃ বিভাগে ৩১৩ জন চিকিৎসা সেবা, পরামর্শ ও ফলোআপ সেবা প্রাপ্ত হয়। চট্টগ্রাম মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে মাত্র ৪ জন মাদকাসক্তকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। দেশের বিরাট মাদকাসক্তদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে চিকিৎসা সেবা গ্রহণের জন্য তাঁদেরকে উদ্বুদ্ধ করণের প্রচেষ্টা নেয়া যেতে পারে। জানুয়ারি/০৭ মাসে নিরাময় কেন্দ্রভিত্তিক চিকিৎসা সেবার বিবরণ নিম্নরূপ

কেন্দ্রের নাম	অন্তঃ বিভাগ	বহিঃ বিভাগ	মোট	নতুন	পুরাতন
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা	৬৮	৯৫	১৬৩	১২১	৪২
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	১	৩	৪	৪	-
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, খুলনা	-	-	-	-	-
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী	-	-	-	-	-
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, যশোর	৩	৭৭	৮০	৩০	৫০
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, রাজশাহী	৭৩	১০১	১৭৪	৯২	৮২
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, কুমিল্লা	৪৭	৩৭	৮৪	৩৭	৪৭
মোট	১৯২	৩১৩	৫০৫	২৮৪	২২১

সম্পাদকের কথা

মাদকাসক্তি সামাজিক উশৃংখলতা বাড়ায়

মাদকাসক্তির অশুভ প্রভাব কেবল পারিবারিক পরিসরেই সীমাবদ্ধ নয়। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের ক্ষেত্রেও এর প্রতিক্রিয়া বিস্পৃতি লাভ করে। মাদকাসক্তির প্রভাবে আসক্ত ব্যক্তির পারিবারিক বন্ধনে শৈথিল্য এবং সামাজিক জীবন-যাপনের প্রতি অনীহার ভাব সৃষ্টি হয়। সমাজ বিমূখ এক পরিস্থিতির শিকার হয় এ ব্যক্তি। সমাজের প্রচলিত ধ্যান ধারণা, মূল্যবোধ, ধর্মীয় ও আদর্শগত সামগ্রিক জীবনধারা থেকে ক্রমাগতভাবে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আসক্ত ব্যক্তির মূল্যবোধের অবক্ষয়, ভালো কাজের প্রতি অনাগ্রহ ও মন্দ কাজের প্রতি আকর্ষণবোধ সমাজ জীবনের ওপর ব্যাপক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তার অসামাজিক আচরণ, স্বভাব সুলভ মিথ্যাচার, চুরির অভ্যাস, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানির সাথে সম্পৃক্ততা ইত্যাদি সমাজের শান্তিপূর্ণ পরিবেশকে বিনষ্ট করে। মাদকাসক্তির ফলে কেউ কেউ ধর্ষণসহ বিভিন্ন যৌন বিষয়ক অপরাধে জড়িত হতে পারে। মোটকথা হেরোইন, মারিজুয়ানা ইত্যাদিতে আসক্ত ব্যক্তির মাঝে যে ব্যাপক মনস্তাত্বিক ও দৈহিক অসংলগ্নতা সৃষ্টি করে তাতে সামাজিক রীতি-নীতি আইনশৃংখলা ভংগের কারণ হয়ে পড়ে।

UNODC প্রতিনিধিদলের বাংলাদেশ সফর

UNODC- Project-RAS/03/H13- "Prevention of Transmission of HIV Among Drug Users in SAARC Countries" এর একটি ৫ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল ২৩ তারিখে বাংলাদেশ সফরে আসেন। প্রতিনিধি দলটি ২৪-২৮ শে ফেব্রুয়ারী ৫ দিন ব্যাপী **Peer Volunteer Lesson Plan** বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ২৫ শে ফেব্রুয়ারী/০৭ তারিখে প্রতিনিধিদলটি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সাথে তাঁর অফিস কক্ষে এক সভায় মিলিত হন। উক্ত সভায় প্রকল্পটির **Phase-II** এর বাস্তবায়ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

প্রিকারসর কেমিক্যাল আমদানি সংক্রান্ত মাসিক বিবরণী

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত প্রিকারসর কেমিক্যালস এর আমদানীর বিষয়ে অনুমোদন দিয়ে থাকে। বর্তমান অর্থবছরের শুরু থেকে জানুয়ারি/০৭ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রিকারসর এর অনুমোদিত বার্ষিক কোটা ও আমদানীর পরিমাণ নিম্নরূপঃ

প্রিকারসর কেমিক্যালের নাম	আমদানির বার্ষিক কোটার পরিমাণ	জুলাই/০৬ হতে জানুয়ারি/০৭ পর্যন্ত আমদানীর পরিমাণ	জানুয়ারি/০৭ মাসে আমদানীর পরিমাণ
টলুইন	৮,৯২৫.৭৯৯ মেঃ টন	৯৮৪.২১ মেঃ টন	১০০.৫৬ মেঃ টন
এসিটিক এনহাইড্রাইড	১,২৫৬.৯৩৫ মেঃ টন	২৯৯.১৪৫ মেঃ টন	১০৬.৩২ মেঃ টন
এসিটোন	৪,৪১৬.২৩১ মেঃ টন	৩৫৬.৩২০ মেঃ টন	৫১.২০ মেঃ টন
মিথাইল ইথাইল কিটোন	৩,০০১.৪১৭ মেঃ টন	১৪২.০৮৪ মেঃ টন	৭০.৫৩ মেঃ টন
পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট	১,৭৫৭ মেঃ টন	৬৫ মেঃ টন	২০ মেঃ টন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-অঞ্চল ও গোয়েন্দা অঞ্চলভিত্তিক জানুয়ারি/০৭ মাসের মামলার পরিসংখ্যান

ক্র/নং	উপ-অঞ্চলের নাম	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৮৩	৮৪
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৪১	৪৪
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	৩৪	৩৯
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	১৬	১৮
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	১০	১২
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	৯	৯
৭	চট্রগ্রাম-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৬০	৫০
৮	চট্রগ্রাম উপ-অঞ্চল	১৪	১৪
৯	সিলেট উপ-অঞ্চল	৩৯	৩৬
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	১১	১৩
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	২৯	৩০
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	৭	৩
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	৪	২
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	৩	-
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	১	-
১৬	খুলনা উপ-অঞ্চল	৩২	৩৫
১৭	যশোর উপ-অঞ্চল	৩৮	৪৭
১৮	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	১৫	১৫
১৯	বরিশাল উপ-অঞ্চল	২	২
২০	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	১	১
২১	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	৬১	৭৫
২২	পাবনা উপ-অঞ্চল	২২	২৪
২৩	বগুড়া উপ-অঞ্চল	২০	২২
২৪	রংপুর উপ-অঞ্চল	৩৯	৪১
২৫	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	২১	২৭
২৬	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	১২	১৪
২৭	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	৮	৭
২৮	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	১০	১২
২৯	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	৩	৩
	সর্বমোটঃ	৬৪৫	৬৭৯

ডিসেম্বর/০৬ মাসের তুলনায় জানুয়ারি/০৭ মাসে মামলার সংখ্যা কমেছে ১৫ টি এবং আসামীর সংখ্যা কমেছে ৩২ জন। তাছাড়া উল্লেখযোগ্য মামলার সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। জানুয়ারি/০৭ মাসে অধিদপ্তরের উপ-অঞ্চল এবং গোয়েন্দা অঞ্চলসমূহের মামলাসমূহ পর্যালোচনা দেখা যায় জানুয়ারি/০৭ মাসে উল্লেখযোগ্য হেরোইন মামলা নেই। অধিকাংশ মামলা হলো ১/২ গ্রাম হেরোইনের। হেরোইনের খুচরা ব্যবসায়ীদের চেয়ে পাইকারী ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করা প্রয়োজন।

৩

আলামতভিত্তিক মামলা ও আসামীর পরিসংখ্যান

জানুয়ারি/০৭ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ের অপরাধ দমন অভিযান, তল্লাশী, অবৈধ মাদক উদ্ধার ও অপরাধীদের গ্রেফতারে বেশ তৎপর ছিল। জানুয়ারি/০৭ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ৬৪৫ টি এবং আসামীর সংখ্যা ৬৭৯ জন। অধিদপ্তরের জানুয়ারি/০৭ মাসের আলামতভিত্তিক মামলা,আসামী ও উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

মাদকদ্রব্যের নাম	মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	মাদকদ্রব্যের পরিমাণ
হেরোইন	১৫৯	১৮৩	০.৭৭ কেজি
গাঁজা	১৯৫	২১২	৯৩.৩৮১ কেজি
গাঁজা গাছ	১২	১২	১৩৩৮৫ টি
অবৈধ চোলাই মদ	১৫০	১৩৮	১৮১৮ লিটার
বিদেশী মদ (লুজ)			১ লিটার
বিদেশী মদ (বোতল)	১৬	৮	২১২ বোতল
বিয়ার	২	২	১৩৮৪ ক্যান
রেক্টিফাইড স্পিরিট	৯	৮	৩৪.৮ লিটার
ডিনেচার্ড স্পিরিট	৩	২	৪৩ লিটার
ফেন্সিডিল (বোতল)	৬৬	৮০	২৫২২ বোতল
ফেন্সিডিল (লুজ)	৪	৬	৩৫.৫ লিটার
তাড়ী (টোডি)	২০	১৯	১৮৭৯ লিটার
টি.ডি জেসিক ইঞ্জেকশন	৫	৬	২৩৫ এ্যাম্পুল
জাওয়া	১	১	১৬৩৯১ লিটার
বনোজেসিক ইঞ্জেকশন	১	১	২০৭ এ্যাম্পুল
মুলি	১		১৩৫০ পিচ
ইয়াবা টেবলেট	১	১	১৫০ টি
নগদ অর্থ			২৪০০ টাকা
সি, এন, জি			১ টি
মোবাইল সেট			৯ টি
ট্রাক			১ টি
মোট	৬৪৫	৬৭৯	

রাজস্ব আদায়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অঞ্চলভিত্তিক ২০০৬ সালের জানুয়ারি মাসের সাথে ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসের রাজস্ব আদায়ের তুলনামূলক একটি বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলো।

ক্র/নং	অঞ্চলের নাম	জানুয়ারি/০৬	জানুয়ারি/০৭
১।	ঢাকা অঞ্চল	৪৩,৮৯,৯৯৩	৩৩,৫২,৮০৭
২।	চট্টগ্রাম অঞ্চল	৬৩,৪৭,৩৮৯	৬২,২৫,৭৯৬
৩।	খুলনা অঞ্চল	২,২১,২৯,৬৪২	২,১১,৯৭,৯১৪
৪।	রাজশাহী অঞ্চল	৩৮,৪২,০০৫	৪১,৬৫,২৪৮
	মোট	৩,৬৭,০৯,০২৯	৩,৪৯,৪১,৭৬৫

আইন-আদালত

জানুয়ারি/০৭ মাসে মোট ২০৮ টি মামলা নিস্পত্তি হয়। এর মধ্যে সাজা প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা ১২২ টি, খালাস প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা ৮৪ টি । সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা ১৩১ জন এবং খালাসপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা ১০২ জন। জানুয়ারি/০৭ মাস পর্যন্ত অনিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ৩৩২৯২ টি। উপ-অঞ্চলভিত্তিক নিস্পত্তিকৃত মামলার বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	উপ-অঞ্চলের নাম	সাজপ্রাপ্ত মামলার সংখ্যা	সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা	জানুয়ারি/ ০৭ পর্যন্ত অনিস্পত্তিকৃত মামলা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৬০	৬৯	৪৫৫৭
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	১২	১২	৩১৩৯
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	-	-	২২২৪
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	৪	৩	৫৪৪
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	-	-	৫৪৫
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	২	২	৪৩৯
৭	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	-
৮	চট্রগ্রাম মেট্রো উপ-অঞ্চল	-	-	২৭২৫
৯	চট্রগ্রাম উপ-অঞ্চল	-	-	৮৬৪
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	-	-	৫১৮
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	-	-	১৬৯৮
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	-	-	৫৩৯
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	-	-	১৪৯
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	-	-	৭
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	-	-	৫৯
১৬	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	৪২৮
১৭	সিলেট উপ-অঞ্চল	২	২	২২৬০
১৮	খুলনা উপ-অঞ্চল	৬	৬	৭৭৮
১৯	যশোর উপ-অঞ্চল	৪	৪	১০৮৯
২০	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	২	২	৬৩৮
২১	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	৩	৩	৯২
২২	বরিশাল উপ-অঞ্চল	১	১	২৬৭
২৩	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	২	২	৭৬
২৪	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	৪	৪	৩৬১০
২৫	পাবনা উপ-অঞ্চল	৭	৭	১৪১২
২৬	বগুড়া উপ-অঞ্চল	৩	৪	১২৩৫
২৭	রংপুর উপ-অঞ্চল	২	২	১৭৬৮
২৮	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	৭	৭	১৩২৩
২৯	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	১	১	৩০৯
	সর্বমোটঃ	১২২	১৩১	৩৩২৯২

Smugglers use legal route to ship drugs

Illegal units, lax security have made Delhi a global hub for narcotics, OTC drugs

IN THE past month, law enforcement agencies have seized nearly five tonnes of psychotropic drugs from different parts of Delhi. The Narcotics Bureau (NCB) says some of these drugs are being "leaked" from legal distribution channels. The pharmaceuticals industry disagrees and wants enforcement agencies to raid illegal factories.

The NCB on Monday seized 550 kg ephedrine, a drug used to manufacture amphetamines and ecstasy, from the office of a courier company in Okhla. The drug worth Rs 55 core was being smuggled to Canada. The bureau also arrested two persons, including a Canadian national.

"We have information that the drug was siphoned off from legal distribution channels. We will book the offending distributor/manufacturer after establishing the entire trail," said Om Prakash, Deputy Director General, NCB.

The agency says there are several "controlled substances" under the National Drugs and Psychotropic Substances Act that are manufactured in India. Over the past decade, instances of these being smuggled out of the country have become frequent.

It is not just substances like ephedrine, but also scheduled substances like benzodiazepines used as relaxants that are being smuggled out. The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) in its 2006 report counted Indian among suppliers of ephedrine, methaqulone, mandrax and precursor chemicals such as acetic anhydride used to process poppy into heroine.

"To prevent smuggling, we at the NCB have been educating manufacturers, wholesalers and retailers to keep a track of all transaction. We have also asked the industry to follow the KYC (know your customer) principle," said Om Prakash.

There is also the problem of illegal factories

South Africa. "There is a ban on the manufacture of mandrax. It is mostly made clandestinely," said Om Prakash.

In the past, NCB has busted factories manufacturing this drug in Hyderabad, South Gujarat, Rajastan, and Western Uttar Pradesh. It found that some of these factories were being financed and controlled by non-resident Indians.

D.G. Shah, chairman of the Indian Pharmaceuticals Association, disagrees that psychotropic substances are diverted from legal channels.

"Such diversions are easy to track, for the NDPS Act and the Drugs and Cosmetics Act make it mandatory for each manufacturer, wholesaler and retailer to keep a track of each batch of the medicine," he said.

Shah suspects the source of these drugs be illegal factories.

-Source: Source: DEA, New Delhi Country Office, Indian Subcontinent, Narcotics News Bulletin, September/October 2006, Page No-6.

অবসর গ্রহণ

মাদকদব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের রংপুর উপ-অঞ্চলের পরিদর্শক জনাব আব্দুর রব ২৮/০২/২০০৭ তারিখে প্রাক অবসর গ্রহণ প্রস্তুতিমূলক ছুটি (এলপিআর) তে গমন করেন। উক্ত ছুটি শেষে জনাব আব্দুর রব ২৮/০২/২০০৮ তারিখে সরকারী চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করবেন। জনাব আদূর রব ১৫ এপ্রিল ১৯৬৮ তারিখে সরকারি চাকুরীতে যোগদান করেন।

রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন নমুনার মাসিক প্রতিবেদন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পুলিশ, বিডিআর, কাস্টমস, র‌্যাব ও কোস্টগার্ডসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়েরকৃত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলার আলামতের রাসায়নিক পরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করা হয়। জানুয়ারি/০৭ মাসের রাসায়নিক পরীক্ষার চিত্র নিম্নরূপঃ

নমুনা প্রেরণকারী সংস্থা	মামলা সংখ্যা	রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন ও রিপোর্ট সরবরাহ			পেন্ডিং/স্থগিত
		পজিটিভ	নেগেটিভ	মোট	
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	৫৬৮	৫৬৮	-	৫৬৮	-
পুলিশ	৮৫৯	৮৫৫	১	৮৫৬	৩
বিডিআর	৫	৪	-	৪	১
র‌্যাব	-	-	-	-	-
সর্বমোট	১৪৩২	১৪২৭	১	১৪২৮	৪

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, ১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
টেলিযোগাযোগ ঃ ৯৩৫৫৮৯৩, ৯৩৫৫৮৯৪, ৮৩১২২৪৯।